মেহেরপুরে ভরণপোষণের দাবিতে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর অভিযোগ

ভরণপোষণ না দেওয়ায় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন ছকিনা নামের এক ভুক্তভোগী।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর নতুন পাড়ার জামাল শেখের ছেলে মো: রফিকুল ইসলামের স্ত্রী ছকিনা তার ও দুই ছেলের ভরণপোষণের দাবী করলে তা দিতে অস্বীকার করে স্বামী রফিকুল ইসলাম। এছাড়াও তাকে নির্যাতন করে বলে দাবী করেন ছকিনা খাতুন।

ছকিনা খাতুন অভিযোগে জানান, রফিকুল তাকেসহ মোট সাত জন কে বিবাহ করেন। আমার সাথে ২৮ বছর সংসারকালীন অবস্থায় আমার গর্ভে দুটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তারা হলো ছনি (২৬) ও ইব্রাহিম (১৯)।

সর্বশেষ আমাকে ২০১১ সালে তালাক দিয়ে ২০১৪ সালে তার ৬নং স্ত্রী শাহেনা খাতুন কে পুনরায় বিয়ে করেন। এ সময় ইব্রাহিম তাদের সাথে থাকতো। কিছু দিন পর আমার ছোট ছেলেসহ রফিকুল বিষ পান করলে আমার ছেলের জীবন বাঁচাতে দু’জনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা করায় এতে ২৯ হাজার টাকা খরচ হয়। এরপর রফিকুল আবার আমাকে বিয়ে করেন।

এরপর তিনি শাহেনা খাতুনের সাথে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে ৬৫ হাজার টাকায় আপোষ মীমাংসা করেন। এই সমস্ত টাকা ধার দেনা করলে রফিকুল আমার বাড়ির জমি কৃষি ব্যাংকে রেখে ৮০হাজার টাকাসহ বিভিন্ন এনজিও থেকে আরও ২৬হাজার টাকা লোন নেয়।

এই সমস্ত টাকা দেওয়ার কথা বললে তিনি প্রায়ই আমাকে মারধোর করতো।

এমন অবস্থায় তিনি বাড়ি থেকে চলে যান সেই সাথে ছেলেসহ আমার কোন খোঁজ খবর নেন না, এমনকি ভরণপোষণ ও দেন না।

আমি এর প্রতিকার চেয়ে জজ কোর্ট, পুলিশ সুপার, থানা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আপোষ মীমাংসার জন্য আবেদন করলেও কোন বিচার পাইনি। কারণ রফিকুল জেলা জর্জ কোর্টের পিয়ন। বর্তমানে তিনি

মেহেরপুর যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালতে অফিস সহকারি হিসেবে কর্মরত আছেন।

এ ব্যাপারে রফিকুল ইসলামের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তিনি কথা না বলে ফোন কেটে দেন। পরে বিভিন্ন জনকে দিয়ে ফোন করিয়ে নিউজ করতে নিষেধ করেন।

কোটচাঁদপুরে পুলিশের চেক পোস্টে সন্দেহ ভাজন তিন যুবক আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পুলিশের নিয়মিত চেক পোস্টে সন্দেহ ভাজন তিন যুবককে আটক করেন থানা পুলিশ। শনিবার বিকালে কোটচাঁদপুরের হ্যাচারী মোড় থেকে তাদেরকে আটক করা হয়।

কোটচাঁদপুর থানার এস আই মাসুদ জানান, পুলিশের নিয়মিত চেক পোস্টের অংশ হিসাবে শনিবার বিকালে হ্যাচারী মোড় এলাকায় চেক পোস্ট বসানো হয়।

এ সময় মোটর সাইকেল আরোহী সন্দেহ ভাজন তিন জনকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন রাব্বি হাসান, সোহাগ হোসেন ও সোহেল রানা। যাদের প্রত্যেকের বাড়ি উপজেলার দয়ারামপুর গ্রামে। তাদের বিরুদ্ধে ১৫১ ধারায় থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ রবিবার সকালে তাদের আদালতে পাঠিয়েছেন।

কোটচাঁদপুরে কৃষক হত্যা মামলার আসামী রেজা আটক

ঝিনইদহের কোটচাঁদপুর বলুহর গ্রামের কৃষক বুদো হত্যা মামলার প্রধান আসামী রেজাকে আটক করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। রবিবার উপজেলার সাইনবোর্ড এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

গেল বছরের ১৯ নভেম্বর তুচ্ছ ঘটনায় প্রতি পক্ষের লাথির আঘাতে মারা যায় বদরুদ্দিন (বুদো)। ওই ঘটনায় ৫ জনের নাম উল্লেখ করে হর কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেন মৃতের ছেলে মনিরুল ইসলাম। এরপর থেকে এলাকা ছাড়েন আসামীরা। পুলিশ বিভিন্ন সময়ে অভিযান চালিয়ে ধরতে ব্যর্থ হয়।

রবিবার গোপন সংবাদ পেয়ে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ উপজেলার স্থানীয় সাইনবোর্ড এলাকায় অভিযান চালায় ।

এ সময় তাদের হাতে ধরা পড়েন বুদো হত্যা মামলার ২ নম্বর এজাহারভুক্ত আসমী রেজাউল ইসলাম (রেজা)। রেজা কোটচাঁদপুর উপজেলার বলুহর গ্রামের শওকত আলী ছেলে।

এ দিকে পুলিশ ওই মামলার একজনকে আটক করতে পারলেও বাকিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুব আলম বলেন, কৃষক বুদো হত্যা মামলার আসামী একজনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের ধরতে অভিযান অব্যহত রয়েছে।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরের দিকে পৌরসভা প্রাঙ্গণে অসহায় মানুষের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন নিজ হাতে পৌর এলাকার পাঁচ শতাধিক কম্বল শীতার্তদের মাঝে বিতরণ করেন।

কম্বল বিতরণ কালে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে তিব্র শীত শুরু হয়েছে। অনেক অসহায় মানুষরা শীত নিবারণ করতে পারছে না। শীতার্তদের পাশে দাঁড়াতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এ সময় তিনি সমাজের বিত্তবানদের ও শীতার্তদের পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানান।

মেহেরপুর পৌর সভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, কাউন্সিলর আল মামুন, নুরুল আশরাফ রাজিব, বাপ্পি, হামিদা খাতুন, আলপনা খাতুন সহ আরো অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ফার্ণিচারের দোকানে আগুন

কুষ্টিয়ার মিরপুরে তিন ফার্ণিচারের দোকান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তরা হলেন— কাঠের দোকান মালিক জাকির, মানিক এবং রাজা।

রোববার (২৪ জানুয়ারি) সকাল ৭টার দিকে কুষ্টিয়ার মিরপুর জিয়া সড়ক সংলগ্ন ফার্ণিচারের তিনটি দোকানে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

পরে স্থানীয়দের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

মিরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর স্টেশন অফিসার রুহুল আমিন জানান, জিয়াসড়ক সংলগ্ন ফার্ণিচারের তিনটি দোকানে সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

এসময় স্থানীয়রা ফোন দিলে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এর আগেই দোকানের ভেতরে থাকা মালামাল পুড়ে যায়।

ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। এতে করে ফার্নিচারের দোকানে অনেক তৈরিকৃত আসবাবপত্র ছিল।

এতে প্রায় ৪লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুল চাষে ভাগ্য বদল কৃষক আবদুল মালেকের

আবদুল মালেক। পরিবারের দারিদ্রতা এবং অসচ্ছলতা দূর করতে যান দেশের বাইরে। সেখানে বিভিন্ন ফলের বাগানের শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ৬ বছর সেখানে কাজ শেষ করে এমন কিছু বাগান করবেন এই চিন্তা নিয়ে দেশে ফিরে আসেন ২০১৫ সালের দিকে।

এরপর অন্যের জমি লিজ নিয়ে শুরু করেন ফলের বাগান। তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এখন ৩০ বিঘা জমিতে তিনি কাশ্মীরি আপেল কুল, বল সুন্দরী সহ পেয়ারা এবং নানান ফলের বাগান করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। বলছিলাম সফল চাষী আবদুল মালেকের কথা। তিনি কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার চন্ডিপুর এলাকার বাসিন্দা।

সরেজমিনে শুক্রবার তার বাগানে গিয়ে দেখা যায়, কুল বাগান পরিচর্যার কাজে তিনি ব্যস্ত। বাগানে আরও কয়েকজন শ্রমিক ব্যাস্ত পরিচর্যা ও কুল সংগ্রহ করতে।
এই বাগান পরিদর্শন করতে আরও কিছু উৎসুক জনতাকেও দেখা গেলো।

আবদুল মালেক প্রথমে ৫ বিঘা কৃষি জমি লিজ নিয়ে পেয়ারা বাগান শুরু করেন। এরপর আস্তে আস্তে বাগানের আয়তন বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে তিনি ৩০ বিঘা জমিতে তার বিভিন্ন ফলের বাগান গড়ে তুলেছে। ৩০ বিঘা জমির ১৮ বিঘা জমিতে উন্নত জাতের কুল (বল সুন্দরী, কাশ্মীরি আপেল কুল, থাই কুল) চাষ করে ভাগ্য বদলেছেন তিনি। ফিরেছে সুদিন। পাশাপাশি

তার কুল বাগানে কাজ করে খেয়ে পরে ভালো আছে আরও ১০টি পরিবার।

সেখানকার এক শ্রমিক রনি আলী। তিনি জানান, প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা বেতনে কাজ করেন তিনি। তিনি জানান, এই ফলের বাগানে কাজ করতে আমার বেশ ভালোই লাগে। মাস শেষে যে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকি তা দিয়ে আমার সংসার বেশ ভালোভাবেই চলে। আমি আমার সন্তানদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি। তবে আমারও ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে এমন সুন্দর বাগান গড়ে তোলার।

আবদুল মালেক বলেন, অভাব অনটনের সংসারে ধারদেনা করে বিদেশে গিয়েছিলাম। সেখানে বিভিন্ন ফলের বাগানের শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছি।
৬ বছর সেখানে কাজ শেষ করে দায়দেনা পরিশোধ করে এবং আরও জমানো কিছু নগদ টাকা নিয়ে দেশেই এমন কিছু বাগান করবেন এই চিন্তা নিয়ে দেশে ফিরে আসেন ২০১৫ সালের দিকে।

এরপর অন্যের জমি লিজ নিয়ে শুরু করি ফলের বাগান। তিনি বলেন, এখন আমার ৩০ বিঘা জমিতে তিনি বলসুন্দরী, কাশ্মিরি জাতের কুল ছাড়াও সিডলেস লেবু, পেয়ারা, কলা বাগান ও কচুর আবাদ করছি।

দুই বছর আগে ১০ বিঘা এবং গতবছরে আর ৮ বিঘা জমিতে কয়েক ধরনের উন্নত জাতের কুল আবাদ করেছি।

এসব কুল চাষ শুরুর পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বাগানের ফল ধরতে শুরু করে আশাতীত ভাবে।

বছর শেষে সকল খরচ বাদ দিয়ে এখান থেকে ৮-১০ লাখ টাকার ফল বিক্রি করবেন বলে আশা করেন আবদুল মালেক।

তিনি বলপন, বিক্রিতেও তেমন কোন ঝামেলা নেই। পাইকাররা এসে বাগান থেকেই সংগ্রহ করে ওজন দিয়ে নিয়ে যায়। তবে সিন্ডিকেট বাজার ব্যবস্থার কারণে ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত বলেও জানান তিনি।

তার বাগানে এসব কুল খেতে মিষ্টি, সুস্বাদু। বাজারে এর চাহিদাও রয়েছে প্রচুর। আবদুল মালেকের এ সাফল্যে ইতোমধ্যেই এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়েছে। এলাকার অনেক যুবক কুল চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি এলাকার বিপুল হোসেন ও জামাল এসেছেন আবদুল মালেকের কুল ক্ষেত দেখতে। তারা বাগান দেখে অভিভূত। তারাও তাদের জমিতে এই ধরনের কুল বাগান করবেন বলে জানান। শতারা জানান,

তারা এই বাগানের কথা শুনে দেখতে এসেছেন। আগামী বছর তারাও এখান থেকে চারা ও পরামর্শ নিয়ে কুলের চাষ করবেন বলে জানান।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শ্যামল কুমার বিশ্বাস জানান, আব্দুল মালেক কৃষক হিসেবে রোল মডেল। ৩০ বিঘা জমিতে সে নিজেই বিভিন্ন ফলের বাগান গড়ে তুলে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

আমরা কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ফলজ বাগান গড়ে তুলতে আমরা কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে থাকি। তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহজ বাগান গড়ে তোলার জন্য বীজ সার সহায়তা করে থাকি।

গাংনীতে জোরপুর্বক রাস্তা দখল, আবদ্ধ অর্ধশত পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চেংগাড়া ডাক্তার পাড়ায় মানুষ চলাচলের একমাত্র শত বছরের রাস্তা দখল করে বালি রাখায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার। প্রশাসনকে বার বার অভিযোগ করে সমস্যার সমাধান পাইনি ভুক্তভোগী পরিবার।

মালিকানা জমির দাবী করে রাস্তা ওপর বালি রাখায় এ সমস্◌্যার সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তার ওপর থেকে দ্রত বালি অপসারণ করে আবদ্ধ পরিবারদের যাতায়াতের ব্যাবস্থা করার দাবীতে মানববন্ধন করেছে ভুক্তভোগীরা।

জানাগেছে, চেংগাড়া গ্রামের মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে তোফাজ্জেল হোসেন তার বাড়ির সামনের শত বছরের মানুষ চলাচলের একটি রাস্তা দখল করে তামাকঘর নির্মাণ করছিলেন। এবিষয়ে স্থানীয়রা আদালতে মামলা করেন। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী গাংনী থানায় আদেশ জারি করেন স্থানীয় আইন শৃংখলা বজায় রাখতে।

গাংনী থানা পুলিশ তোফাজ্জেল হোসেনের তামাক ঘর নির্মাণ কাজ স্থগীত করেন এবং বালি অপসারণ করে স্থানীয়দের যাতায়াত নিশ্চিত

করতে বলেন। কিন্তু দিনের পর দিন অতিবাহিত হলেও বালি অপসারণ করেনি তোফাজ্জেল হোসেন। বালি রাখার পর থেকেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে অর্ধশত পরিবার। শিশু কিশোরসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

পরে গাংনী উপজেলা প্রশাসনকে কয়েকবার অবহিত করেন স্থানীয়রা। তবুও কোনো সুরাহা না হওয়ায় রাস্তার দাবীতে রবিবার দুপুরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মানববন্ধন করেন স্থানীয়রা।

গ্রামের আব্দুল গফুরের ছেলে এনামুল হক, ছহিরুদ্দীন, রফিজউদ্দিনের ছেলে আব্দুল বারিসহ উপস্থিত স্থানীয়রা জানান, এটি প্রায় শত বছর ধরে মানুষ চলাচল করে। প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের একমাত্র রাস্তা এটি।

সরকারি টাকায় কয়েকবার মাটি ভরাটের কাজ করে স্থানীয় শোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদ। হঠাৎ রাস্তাটি বন্ধ করে আমাদের আবদ্ধ করে রেখেছে তোফাজ্জেল হোসেন। এ নিয়ে কয়েকবার রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে বলে জানান স্থানীয়রা।

তবে তোফাজ্জেল হোসেনের মেয়ে পারুলা খাতুন বলেন, জমিটি আমাদের নিজস্ব মালিকানা তাই বালি রাখা হয়েছে। আমাদের নামে কাগজপত্র রয়েছে।

তোফাজ্জেল হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কথা হলে তিনি বলেন, আমি বয়েকদিন পর বালি অপসারণ করব। তবে জমি আমার নামে খতিয়ান ভুক্ত হয়েছে। সরকারি খতিয়ানভুক্ত রাস্তা না।

এবিষয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন ভুমি অফিস ডহর উল্লেখ করে রাস্তা হিসেবে ব্যাবহৃত হচ্ছে বলে প্রত্যয়ন প্রদান করেন তহশিলদার। জনগণের রাস্তা হিসেবে সরকারি অর্থে মাটি ভরাটের কাজ করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন রাস্তা হিসেবে ব্যাবহৃত হচ্ছে মর্তে প্রত্যয়ন দেন ষোলটাকা ইউপি চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ করতে বলেন। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা নুর-ই- আলম সিদ্দিকী বলেন, রাস্তা হিসেবে ব্যাবহার করা হলেও সেটি মালিকানা খতিয়ান ভুক্ত তাই আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছেনা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, আমি

বিভিন্ন মহল থেকে জানতে পেরে এসিল্যান্ড সাহেবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

হাসপাতালের ১০ জরুরি পরীক্ষার ফি নির্ধারণ

অদেশের সব বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রোগীকে দেওয়া অক্সিজেনের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সরকার। শুধুই অক্সিজেন নয়, কোভিড-১৯ সম্পর্কিত আরো ১০টি বিষয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি (মূল্য তালিকা) নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই মূল্য নির্ধারণ করেছে।

এই তালিকা সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে উন্মুক্ত স্থানে (দৃশ্যমান) টাঙ্গাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমুহ) ডা. মো. ফরিদ হোসেন মিঞার স্বাক্ষরে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

দেশের সব বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক বা ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নতুন মূল্য তালিকা অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকা শিগগিরই হাইকোর্টে দাখিল করা হবে বলে জানান ওই কর্মকর্তা।

হিউম্যান রাইটস ল’ইয়ার্স অ্যান্ড সিকিউরিং এনভায়রনমেন্ট সোসাইটি অব বাংলাদেশের কোষাধ্যক্ষ অ্যাডভোকেট মো. শাহ আলমের করা এক রিট আবেদনে হাইকোর্ট ২০১৮ সালের ২৪ জুলাই অন্তবর্তীকালীন নির্দেশনা দেন। এরই ধারাবাহিকতায় গতবছর ১৩ ডিসেম্বর হাইকোর্ট এক আদেশে মূল্য তালিকা নির্ধারণ করে তা উন্মুক্ত স্থানে প্রদর্শনের জন্য সাত দিনের মধ্যে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেন। এ অবস্থায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মূল্য তালিকা র্নিধারণ করে তা মেনে চলার নির্দেশনা দিয়েছে।

নির্ধারিত অক্সিজেনের মূল্য

সিটি স্কেন (চেস্ট) এর স্থিরমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ হাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য ৫ হাজার থেকে ১৩ হাজার টাকা। চেস্ট এক্স-রে (এ্যানালগ)’র স্থিরমূল্য ৪শ টাকা, এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৩শ থেকে ৫শ টাকা এবং চেস্ট এক্স-রে (ডিজিটাল)’র স্থিরমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬শ টাকা। এর সর্বনিু ও সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫শ থেকে ৮শ টাকা।

ভাঙতে হবে স্বৈরাচারের দুঃশাসনের শৃঙ্খল: মির্জা ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অর্ধশতাব্দি অতিক্রান্ত হলেও দেশীয় কর্তৃত্ববাদী স্বৈরাচার ঔপনিবেশিক প্রভুদের মতো দুঃশাসন চালাচ্ছে। জনগণের নাগরিক স্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা ও নির্ভয়ে কথা বলার অধিকার নেই। দেশ এখন ঘোর দুর্দিন অতিক্রম করছে।

শনিবার বিকেলে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান (২৪ জানুয়ারি) দিবস উপলক্ষে এক বাণীতে এসব কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব।

মির্জা ফখরুল বলেন, দেশে ১৯৬৯ এর ন্যায় গণঅভ্যুথানের পরিস্থিতি বিরাজমান। আমাদের আবারো অধিকারহারা বঞ্চিত জনগণকে সাথে নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে আসতে হবে। ভাঙতে হবে স্বৈরাচারের দুঃশাসনের শৃঙ্খল। দেশের গণতন্ত্র ও নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুরক্ষায় গণঅভ্যুত্থান দিবস আমাদের প্রেরণার উৎস।

আলমডাঙ্গায় রাস্তার প্রাইভেট ঢুকলো মোবাইলের দোকানে

আলমডাঙ্গা শহরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেট গাড়ি মোবাইলের দোকানে প্রবেশ করে । প্রাইভেট গাড়ির ধাক্কায় মোবাইলের দোকানের ডেকোরেশনসহ বিভিন্ন মালামাল ভেঙ্গে তছরুপ হয়। এ ঘটনায় দোকানে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে মিডিয়া ওয়াল্ডের মালিক শরিফ হোসেন জানান।

জানা গেছে, উপজেলার হারদি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতার প্রাইভেট কার তার ভাগ্নে চালিয়ে আলমডাঙ্গা শহরে যায়।

ব্যস্ততম শহরের রাস্তার দারুস সালাম রোডের হয়ে শহরের মেইন রাস্তায় উঠতে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দ্রুত গতিতে উঠে যায় মিডিয়া ওয়াল্ড নামের মোবাইলের দোকানে।

এ ঘটনায় মোবাইলের দোকানের মালিকসহ কর্মচারী আহত হয়। এ ঘটনায় মোবাইলের দোকানে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়।